দর্শনায় ৯ মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় ৯টি মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত এক পলাতক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে দর্শনা বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত মারুফ খান ওরফে অন্তর (২৮)। তিনি দর্শনা পৌরসভার আজিমপুর গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে একটি টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা রেলবাজার এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় নয়টি মামলার গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত আসামি মারুফ খান ওরফে অন্তরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গ্রেপ্তারকৃত আসামির বিরুদ্ধে একাধিক চুরির মামলা রয়েছে। তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় পূর্ব শত্রুতার জেরে কুপিয়ে জখম: ৮ জনের নামে মামলা

দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে পূর্ব বিরোধের জেরে রিপন
(৪০) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখমের ঘটনায় ৮ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত রোববার মাগরিবের পর মোটরসাইকেলযোগে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় মসজিদের সামনে তাকে এলোপাথাড়িভাবে কুপিয়ে জখম করা হয়। স্থানীয়রা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। এ ঘটনায় এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, প্রায় ৩/৪ মাস আগে একই গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে রিপনের সঙ্গে হাসেমের ছেলে খাইরুল ও সানিরুলের ছেলে রাশেদের মাদকসংক্রান্ত বিষয়ে মারামারির ঘটনা ঘটে। এরই জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মামলার বাদী রিপনের ছোট ভাই রুবেল হোসেন। তিনি হাসেম, খাইরুল, শোভন, কুদ্দুস, খোকনসহ ৮ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাত আরও ১২ জনকে আসামি করে মামলা নং-১৩ দায়ের করেছেন।

পুলিশ জানায়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাসেমের স্ত্রী ও মেয়েকে আটক করা হয়েছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান জানান, আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দর্শনায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেকের দাফন সম্পন্ন

দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল খালেক চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফরিদপুর মেডিকেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন।

সোমবার বাদ জোহর দর্শনা কেরুজ ক্লাব মাঠে দামুড়হুদা উপজেলা

নির্বাহী কর্মকর্তা মো. উবায়দুর রহমান সাহেলের নেতৃত্বে পুলিশের একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরে সেখানে জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় স্থানীয় লোকজন ছাড়াও চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের আব্বাস উদ্দীন, উপজেলা আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের হাফিজুল ইসলাম, দর্শনা পৌর বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান, সাবেক পৌর কমান্ডার জাহাঙ্গীর আলম, বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলীসহ অনেকে অংশ নেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দর্শনা কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, মহাব্যবস্থাপক (কৃষি) আশরাফুল আলম ভূঁইয়া, মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) আব্দুস ছাত্তার এবং কেরুজের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

জানাজা শেষে আনোয়ারপুর কবরস্থানে বেদনাবিধুর পরিবেশে তাঁর দাফন সম্পন্ন করা হয়।

দর্শনায় কুপিয়ে জখমের ঘটনায় বিএনপির ঝটিকা মিছিল ও বিক্ষোভ

দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জেরে গতকাল রবিবার নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে রিপনকে (৪০) ৪–৫ জন এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে। মাগরিবের সময় মোটরসাইকেলযোগে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আহত রিপনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩–৪ মাস আগে রিপনের সঙ্গে একই গ্রামের হাসেমের ছেলে খাইরুল ও সানিরুলের ছেলে রাশদের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে

কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে রবিবার বিকেলে রিপন ইফতার শেষে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় খাইরুল, খোকনসহ ৪–৫ জন তাকে দুই পা ও হাতে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঘটনার পর, বিএনপি সমন্বয়ক নাহারুলের নেতৃত্বে দর্শনা শহরে ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দর্শনা থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেদী হাসান জানান, বিক্ষোভকারীদের ৪৮ ঘণ্টার সময় দেয়া হয়েছে; এই সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, “পূর্ব শত্রুতার জেরে রিপনকে কুপানো হয়েছে। খাইরুলসহ ৪–৫ জন পলাতক রয়েছে। তবে আমরা তাদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রেখেছি। মামলার প্রস্তুতিও চলছে।”

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৬ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে এক নারীসহ ৬ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।

রবিবার ভোর রাতে থানার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। একই দিন দুপুরে গ্রেপ্তারদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সুজায়েতপুর পূর্বপাড়ার মৃত রইচ উদ্দীনের ছেলে আবুজার মোল্লা (৫৭), কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার মফিজুল ইসলামের ছেলে মো. রাসেল (২০), ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার মৃত আব্দুস সাত্তারের ছেলে মো. আব্দুল্লাহ (২৫), ঠাকুরপুর বাজারপাড়ার লস্কর আলীর ছেলে মো. শাহীন (২৩), সুজায়েতপুর পূর্বপাড়ার আবুজার মোল্লার স্ত্রী মোছা. আকলিমা খাতুন (৪৮) এবং মদনা স্কুলপাড়ার মুনছুর আলীর ছেলে মো. মিলন মিয়া

(২৪)।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গ্রেপ্তারকৃত আসামিরা বিভিন্ন মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক ছিলেন। দর্শনা থানাধীন পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দর্শনায় প্রবাসীর কাছ থেকে টাকা ছিনতাই, আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন কুড়ুলগাছি বদ্দি মোড় সংলগ্ন এলাকায় রবিবার রাত সাড়ে ৮টার সময় হুমায়ুন হোসেন নামে এক মালয়েশিয়া প্রবাসীর কাছ থেকে (মালয়েশিয়ান মুদ্রা) ৫০০ রিঙ্গিত ও ২০ হাজার বাংলাদেশি টাকা ছিনতাই হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছিনতাইকারীর কবলে পড়া হুমায়ুন হোসেন কিশোরগঞ্জ জেলার শেওড়া গ্রামের আফতাব উদ্দিনের ছেলে।

ভুক্তভোগীর অভিযোগের ভিত্তিতে হুমায়ুন হোসেনের ভাষ্যমতে, কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামের রাজু আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া ছিলেন। রাজু তার পরিবারের সমস্যা ও অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ৫১ হাজার টাকা ধার নেয় এবং এক মাস পর টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু রাজু তা ফেরত না দিয়ে বিভিন্ন টালবাহানা দেখিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ঘুরাচ্ছে।

আমার পাওনা ধারের টাকা নিতে রবিবার আমি চুয়াডাঙ্গার ধান্যঘরায় রাজুর বাড়িতে যাই। এ সময় রাজুর বাড়িতে কিছুক্ষণ বসার পর রাজু বলে, ‘আমার ভাই রানা তোমাকে টাকাটা দেবে, তুমি রানার সঙ্গে যাও।’ তখন রানা আমাকে একটি বাসার ভেতরে নিয়ে যায়। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে এলোপাতাড়িভাবে মারধর শুরু করে এবং আমার কাছে থাকা মালয়েশিয়ার ৫০০ রিঙ্গিত ও বাংলাদেশি নগদ ২০ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় দর্শনা থানা পুলিশকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানাই। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ছিনতাই হওয়া টাকা উদ্ধারে অভিযানে নামে।দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান জানান, এ ব্যাপারে থানায় হুমায়ুন হোসেন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। আটককৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং ছিনতাইকৃত টাকা উদ্ধারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।

দর্শনায় ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফসহ মিরাজুল ইসলাম (২১) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত মিরাজুল দর্শনা ইসলাম বাজারপাড়া এলাকার আবু সিদ্দিকের ছেলে।

সোমবার সকাল ১০টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের অপু ফার্মেসির সামনে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মিরাজুল ইসলামকে আটক করা হয়।

পরে তার দেহ তল্লাশি করে ২৫ বোতল ভারতীয় ইস্কাফ উদ্ধার করে পুলিশ। একই দিন তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে

দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক ২

জীবননগরে আলমসাধু উল্টে দর্শনার ১৬ জন আহত, আশঙ্কাজনক

দর্শনা অফি

জীবননগর উপজেলার উথলিতে শিয়ালের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি আলমসাধু উল্টে গিয়ে ১৬ জন নারী-পুরুষ আহত হয়েছেন। আহতরা সবাই দর্শনা রামনগর বাগদী পাড়ার বাসিন্দা।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, তারা বিভিন্ন হাটবাজারে ঝুড়ি-ঝাপি বিক্রি শেষে আলমসাধু যোগে বাড়ি ফিরছিলেন। উথলি মোড় পার হওয়ার পর হঠাৎ একটি শিয়াল সামনে চলে এলে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা নারী-পুরুষরা ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়।

ওই এলাকায় নিকটবর্তী কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় আহতদের আলমসাধু যোগেই দর্শনা পুরাতন বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্থানীয় চিকিৎসক মোস্তফা ডাক্তারের ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন ১৪ জন। বাকি দু’জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে।

দর্শনায় বিএনপির নির্বাচনী জনসভা ও গণমিছিল

দর্শনায় বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবুর ধানের শীষ প্রতিকের পক্ষে গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টায় দলীয় স্লোগান, ব্যানার-ফেস্টুন আর উচ্ছ্বাসে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো দর্শনা

দর্শনা আল হেরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে ধানের শীষের পক্ষে একটি বিশাল মিছিল বের হয়ে দর্শনা পুরাতন বাজার ৩ রাস্তার মোড়ে এসে শেষ হয়। দর্শনা থানা এলাকার ৬টি ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভার হাজার হাজার মানুষ ধানের শীষের মিছিলে অংশ নেয়। এসময় দর্শনা শহরের হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতির ফলে ব্যপক যানজোট সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় দর্শনা মুজিবনগর সড়কে শত শত যানবহন অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

দর্শনা শহরের পুরাতন তিন রাস্তার মোড়ে এসে মিছিলটি শেষ করে মিছিলে অংশ গ্রহনকারীদের উদ্যোশে বক্তব্য রাখেন, নিবার্চন পরিচালনা কমিটির প্রধান হাজী খন্দকার শওকত আলী, দর্শনা পৌর বিএনপি’র সিনিয়ার সহ-সভাপতি ও সমন্বয়ক কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান বুলেট, দর্শনা সরকারী কলেজের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহ (মুকুল), দর্শনা পৌর ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সিনিয়ার সহ-সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন ও দর্শনা পৌর সমন্বয়ক প্রভাষক আল হাজ মশিউর রহমান।ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দলসহ বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী ও সমর্থক।

শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত এ জনসভা ও গণমিছিল ঘিরে পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। নেতাকর্মীদের মাঝে দেখা যায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও নির্বাচনী প্রস্তুতির দৃঢ় প্রত্যয়।

বক্তারা উপস্থিত মিছিলে অংশগ্রহণকারী সকলের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সকাল সকাল সেন্টারে গিয়ে ধানের শীষে ভোট দেবেন। আপনাদের এলাকার অন্যদেরকে গুছিয়ে নিয়ে ভোট সেন্টারে পাঠাবেন। যার যার এলাকায় ফিরে গিয়ে নিজ নিজ এলাকার মানুষকে ধানের শীষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করবেন। এরপর উপস্থিত ধানের শীষের পক্ষে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ দিয়ে মিছিলের কর্মসূচি শেষ করেন।

দর্শনায় ধানের শীষের পক্ষে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]